BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (4TH VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : www.banglainternet.com

PART : ONGSIDARITTO, BONDHOK, GOLAM AZAD KORA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الشِّرْكَةِ

অধ্যায় ঃ অংশীদারিত্ব

١٥٦٠. بَابُ الشِّرْكَةِ فِى الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوْضِ وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوْزَنُ مُجَازَفَةً اَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُوْنَ فِى النَّهْدِ بَاسًا اَنْ يَاْكُلَ هٰذَا بَعْضًا وَهٰذَا بَعْضًا وَكَذٰلِكَ مُجَافَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانِ فِى التَّمْرِ

১৫৬০. পরিচ্ছেদ ঃ আহার্য, পাথেয় এবং দ্রব্য সামগ্রীতে শরীক হওয়া। মাপ ও ওযনের জিনিসপত্র কিভাবে বিতরণ করা হবে? অনুমানের ভিত্তিতে, না কি মুটো মুটো করে। যেহেতু মুসলিমগণ পাথেয়তে এটা দোষের মনে করে না যে, কিছু ইনি খাবেন, আর কিছু উনি খাবেন (অর্থাৎ যার যা ইচ্ছা সে সেটা খাবে) তেমনিভাবে সোনা ও রূপা অনুমানের ভিত্তিতে বন্টন এবং এক সঙ্গে জোড়া খেজুর খাওয়া।

٢٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَاكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِىَ الزَّادُ فَاَمَرَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِاَزْوَادِ ذٰلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذٰلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَىْ تَمْرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيْلاً قَلِيْلاً حَتّٰى فَنِىَ فَلَمْ تَكُنْ تُصِيْبُنَا اِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِىْ تَمْرَةٌ ، فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَنِيَتْ قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا اِلَى الْبَحْرِ فَاِذَا حُوْتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَاَكَلَ مِنْهُ ذٰلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِىَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَمَرَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ

banglainternet.com

بِضِلَعَيْنِ مِنْ اَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ اَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا

২৩২১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমুদ্র তীর অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা.)-কে তাদের সেনাপতি নিয়োগ করলেন। এ বাহিনীতে তিনশ' লোক ছিলেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা রওয়ানা হলাম। কিন্তু মাঝখানেই আমাদের পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তখন আবূ উবায়দা (রা.) দলের সকলকে নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য এক জায়গায় জমা করার নির্দেশ দিলেন। তাই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য জমা করা হল। এতে মোট দু'থলে খেজুর জমা করা হল। আবূ উবায়দা (রা.) প্রতি দিন আমাদের এই খেজুর থেকে কিছু কিছু করে খেতে দিতেন। অবশেষে তাও শেষ হওয়ার উপক্রম হল এবং জন প্রতি একটা করে খেজুর ভাগে পড়তে লাগল। (রাবী বলেন) আমি (জাবির রা.-কে) বললাম, একটি খেজুর কি যথেষ্ট হত। তিনি বললেন, তার মূল্য তখন বুঝতে পারলাম, যখন তাও শেষ হয়ে গেল। তিনি বলেন, এরপর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ ছোট পাহাড়ের ন্যায় একটা মাছ আমরা পেয়ে গেলাম। এবং এ বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত এই মাছ থেকে খেলো। তারপর আবূ উবায়দা (রা.)-এর আদেশে সে মাছের পাঁজর থেকে দুটো কাঁটা দাঁড় করানো হলো। তারপর তিনি হাওদা লাগাতে বললেন। হাওদা লাগানো হল। এরপর উট তার পাঁজরের নীচ দিয়ে চলে গেলো কিন্তু উটের দেহ সে দুটো কাঁটা স্পর্শ করল না।

٢٣٢٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُوْمٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ اَزْوَادُ الْقَوْمِ وَاَمْلَقُوْا فَاَتَوا النَّبِىَّ ﷺ فِىْ نَحْرِ اِبِلِهِمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ اِبِلِكُمْ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ اِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادِ فِى النَّاسِ يَاْتُوْنَ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ فَبُسِطَ لِذٰلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوْهُ عَلَى النِّطَعِ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِاَوْعِيَتِهِمْ فَاجْتَثَى النَّاسُ حَتّٰى فَرَغُوْا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

২৩২২ বিশর ইব্ন মারহুম (র.).... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে গিয়েছিল এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন তারা নবী ﷺ -এর নিকট তাদের উট যবেহ্ করার অনুমতি দেয়ার জন্য এলেন। নবী ﷺ তাদের অনুমতি দিলেন। তারপর তাদের সঙ্গে উমর (রা.)-এর সাক্ষাত হলে তারা তাঁকে এ খবর দিলেন। তিনি বললেন, উট

শেষ হয়ে যাবার পর তোমাদের বাঁচার কি উপায় থাকবে? তারপর উমর (রা.) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উট শেষ হয়ে যাবার পর তাদের বাঁচার কি উপায় হবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, লোকদের কাছে ঘোষণা করে দাও যে, যাদের কাছে অতিরিক্ত যে খাদ্য সামগ্রী আছে, তা যেন আমার কাছে নিয়ে আসে। এর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দেওয়া হল। তারা সেই চামড়ার উপর তা রাখলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তাতে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে তাদের পাত্রগুলো নিয়ে আসতে বললেন, লোকেরা দু'হাত ভর্তি করে করে নিল। সবার নেওয়া শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রাসূল।

٢٣٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

২৩২৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.)....রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করে উট যবেহ্ করতাম। তারপর সে গোশত দশ ভাগে ভাগ করা হত এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা রান্না করা গোশত খেয়ে নিতাম।

٢٣٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِي الْغَزْوِ اَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُمْ

২৩২৪ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র.)....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আশ'আরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদীনাতেই তাদের পরিবার পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের।

banglainternet.com

١٥٦١. بَابُ مَاكَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجِعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

১৫৬১. পরিচ্ছেদ ঃ যেখানে দু'জন অংশীদার থাকে যাকাতের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে নিজ নিজ অংশ হিসাবে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে নেবে

٢٣٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَابَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

২৩২৫ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসান্না (র.)....আনাস (ইব্ন মলিক) (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাতের বিধান হিসাবে যা নির্দিষ্ট করেছিলেন, আবূ বকর (রা.) তা আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, যেখানে দু'জন অংশীদার থেকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা দু'জনে নিজ নিজ অংশ আদান-প্রদান করে নেবে।

١٥٦٢. بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ

১৫৬২ পরিচ্ছেদ ঃ বকরী বন্টন

٢٣٢٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَكَمِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ فَاَصَابُوْا اِبِلاً وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوْا وَذَبَحُوْا وَنَصَبُوا الْقُدُوْرَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَاَهْوٰى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا فَقَالَ جَدِّىْ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

banglainternet.com

২৩২৬ আলী ইব্ন হাকাম আনসারী (র.)....রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে যুল-হুলায়ফাতে ছিলাম। সাহাবীগণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন, তারা কিছু উট ও বকরী পেলেন। রাফি' (রা.) বলেন, নবী ﷺ দলের পিছনে ছিলেন। তারা তাড়াহুড়া করে গনীমতের

মাল বন্টনের পূর্বে সেগুলোকে যবেহ্ করে পাত্রে চড়িয়ে দিলেন। তারপর নবী ﷺ-এর নির্দেশে পাত্র উলটিয়ে ফেলা হল। তারপর তিনি (গনীমতের মাল) বন্টন শুরু করলেন। তিনি একটি উটের সমান দশটি বকরী নির্ধারণ করেন। হঠাৎ একটি উট পালিয়ে গেল। সাহাবীগণ উটকে ধরার জন্য ছুটলেন, কিন্তু উটটি তাঁদেরকে ক্লান্ত করে ছাড়ল। সে সময় তাঁদের নিকট অল্প সংখ্যক ঘোড়া ছিল। অবশেষে তাঁদের মধ্যে একজন সেটির প্রতি তীর ছুড়লেন। তখন আল্লাহ্ উটটাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নপর বন্য জন্তুদের মত এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক পলায়নপর হয়ে থাকে। কাজেই যদি এসব জন্তুর কোনটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠে তবে তার সাথে এরূপ করবে। (রাবী বলেন), তখন আমার দাদা (রাফি' রা.) বললেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, কাল শত্রুর সাথে মুকাবিলা হবে। আর আমাদের নিকট কোন ছুরি ছিল না। তাই আমরা ধারালো বাঁশ দিয়ে যবেহ্ করতে পারব কি? নবী ﷺ বললেন, যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়, সেটা তোমরা আহার করতে পার। কিন্তু দাঁত বা নখ দিয়ে যেন যবেহ্ না করা হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি।

١٥٦٣. بَابُ الْقِرَانِ فِى التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتّٰى يَسْتَاذِنَ اَصْحَابَهُ

১৫৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ এক সঙ্গে খেতে বসলে সাথীদের অনুমতি ব্যতীত এক সঙ্গে দুটো করে খেজুর খাওয়া

٢٣٢٧ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيْعًا حَتّٰى يَسْتَاذِنَ اَصْحَابَهُ

২৩২৭ খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া (র.)....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (এক সাথে খেতে বসে) সঙ্গীদের অনুমতি ব্যাতীত কউকে এক সঙ্গে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٢٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ لَا تَقْرُنُوْا فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلَّا اَنْ يَّسْتَاذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ اَخَاهُ

banglainternet.com

২৩২৮ আবুল ওয়ালিদ (র.)....জাবালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলাম। তখন ইব্ন যুবায়র (রা.) আমাদেরকে (প্রত্যহ) খেজুর খেতে

দিতেন। একদিন ইব্ন উমর (রা.) আমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। (আমাদের খেজুর খেতে দেখে) তিনি বললেন, তোমরা এক সাথে দু'টো করে খেজুর খেও না। কেননা, নবী ﷺ কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত দু'টো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

١٥٦٤. بَابُ تَقْوِيْمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيْمَةِ عَدْلٍ

১৫৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ কয়েক শরীকের ইজমালী বস্তুর ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ

٢٣٢٩ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ اَوْ شِرْكًا اَوْ قَالَ نَصِيْبًا وَكَانَ لَهُ مَايَبْلُغُ ثَمَنُهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ لَاَدْرِىْ قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ اَوْ فِى الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৩২৯ ইমরান ইব্ন মায়সারা (র.)....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন, (শরীকী) গোলাম থেকে কেউ নিজের অংশ[১] আযাদ করে দিলে এবং তার কাছে গোলামের ন্যায্য মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকলে সে গোলাম (সম্পূর্ণ) আযাদ হয়ে যাবে (তবে আযাদকারী ন্যায্যমূল্যে শরীকদের ক্ষতিপূরণ দিবে) আর সে পরিমাণ অর্থ না থাকলে যতটুকু সে আযাদ করবে ততটুকুই আযাদ হবে। (রাবী আইয়ুব রা.) বলেন, عَتَقَ مِنْهُ مَا عُتِقَ বাক্যটি নাফি' (র.)-এর নিজস্ব উক্তি; না নবী ﷺ এর হাদীসের অংশ, তা আমি বলতে পারি না।

٢٣٣٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِىْ مَالِهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِىَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ

২৩৩০ বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....আবূ হুরায়ররা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ তার (শরীক) গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করে দিলে তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে নিজস্ব অর্থে সেই গোলামকে পূর্ণ আযাদ করা। যদি তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে, তাহলে গোলামের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ

banglainternet.com

১. شِقْصًا ، شِرْكًا ، نَصِيْبًا এ তিনটি শব্দ সমার্থক। এ তিনের কোনটি হাদীসের শব্দ সে সম্পর্কে রাবী (বর্ণনাকারী) দ্বিধা প্রকাশ করেছেন।

করতে হবে। তারপর (অন্য শরীকদের অংশ পরিশোধের জন্য) তাকে উপার্জনে যেতে হবে, তবে তার উপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপানো যাবে না।

١٥٦٥. بَابٌ هَلْ يُقْرَعُ فِى الْقِسْمَةِ وَالْاِسْتِهَامِ فِيْهِ

১৫৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ কুরআর মাধ্যমে বন্টন ও অংশ নির্ধারণ করা যাবে কি?

٢٣٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللّٰهِ عِزَّ وَجَلَّ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا ، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فَاَصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِىْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ يَتْرُكُوْهُمْ مَا اَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى اَيْدِيْهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَمِيْعًا

২৩৩১ আবূ নুআঈম (র.)..... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লংঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মত, যারা কুরআর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কেউ নীচ তলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়) কাজেই নীচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহ কালে উপর তলার লোকদের ডিঙ্গিয়ে যেত। তখন নীচ তলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নেই (তবে ভাল হত) এমতাবস্থায় তারা যদি এদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে।

١٥٦٦. بَابُ شِرْكَةِ الْيَتِيْمِ وَاَهْلِ الْمِيْرَاثِ

১৫৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম ও ওয়ারিসদের অংশীদারিত্ব

٢٣٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَامِرِىُّ الْاُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ

banglainternet.com

عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ، فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِى مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُقْسِطَ فِى صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ * قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ اِلٰى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ، وَالَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ اَنَّهُ يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ الْاُوْلٰى ، الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ فِيْهَا وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّتُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ فِى الْاٰيَةِ الْاُخْرٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ يَعْنِىْ هِىَ رَغْبَةُ اَحَدِكُمْ لِيَتِيْمَتِهِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَارَغِبُوْا فِىْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامٰى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

২৩৩২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আমিরী ওয়াইসী ও লাইস (র.)....উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার আয়িশা (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তাহলে অন্য মহিলাদের মধ্য থেকে তোমাদের পসন্দ মত দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে করতে পারবে (৪ ঃ ৩)এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আয়িশা (রা.) বললেন, আমার ভাগিনা! এ হচ্ছে সেই ইয়াতীম মেয়ের কথা, যে অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকে এবং তার সম্পদে অংশীদার হয়। এদিকে মেয়ের ধন-রূপে মুগ্ধ হয়ে তার অভিভাবক মহরানার ব্যাপারে সুবিচার না করে অর্থাৎ অন্য কেউ যে পরিমাণ মহরানা দিতে রাযী হত, তা না দিয়েই তাকে বিয়ে করতে চাইত। তাই প্রাপ্য মহরানা আদায়ের মাধ্যমে সুবিচার না করা পর্যন্ত তাদেরকে আশ্রিতা ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পসন্দমত অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। উরওয়া (রা.) বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন, পরে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (মহিলাদের সম্পর্কে) ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন। তারা আপনার নিকট মহিলাদের সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে,

banglainternet.com

আপনি বলুন, আল্লাহ্ই তাদের সম্পর্কে তোমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কিতাব থেকে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনান হয় যে, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ রয়েছে, তা তোমরা তাদের দাও না অথচ তাদের তোমরা বিয়ে করতে চাও। (৪ ঃ ১২৭) يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ বলে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতের প্রতি ইংগিত করেছেন; যেখানে বলা হয়েছে- আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্য নারীদের মধ্যে থেকে তোমাদের পসন্দ মত দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজন বিয়ে করতে পারবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আর অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ এর মর্ম হল ধন ও রূপের স্বল্পতা হেতু তোমাদের আশ্রিতা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের অনাগ্রহ। তাই ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি অনাগ্রহ সত্ত্বেও শুধু ধন-রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য ন্যায়সংগত মহরানা আদায় করে বিয়ে করতে পারে।

١٥٦٧. بَابُ الشِّرْكَةِ فِى الْأَرْضِيْنَ وَغَيْرِهَا

১৫৬৭ পরিচ্ছেদ ঃ জমি ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব

٢٣٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّمَا جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِى كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

২৩৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সব (স্থাবর) সম্পত্তি এখানো বণ্টিত হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে নবী ﷺ শুফ'আ এর (তথা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার) বিধান দিয়েছেন। এরপর সীমানা নির্ধারণ করা হলে এবং পথ আলাদা করে নেওয়া হলে শুফ'আর অধিকার থাকে না।

١٥٦٨. بَابُ اِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّوْرَ اَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوْعٌ وَلَا شُفْعَةَ

১৫৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ শরীকগণ বাড়ীঘর বা অন্যান্য সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার পর তাদের তা প্রত্যাহারের বা শুফ'আর অধিকার থাকে না।

٢٣٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

banglainternet.com

২৩৩৪ মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সব ধরনের অবণ্টিত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুফ'আর ফায়সালা দিয়েছেন। এরপর সীমানা নির্ধারণ করে পথ আলাদা করে নেওয়া হলে শুফ'আর অধিকার থাকে না

١٥٦٩. بَابُ الْاِشْتِرَاكِ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَايَكُوْنُ فِيْهِ الصَّرْفُ

১৫৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ সোনা ও রূপা বিনিময় যোগ্য মুদ্রার অংশীদার হওয়া

٢٣٣٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِىْ ابْنَ الْاَسْوَدِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ اَبِىْ مُسْلِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اِشْتَرَيْتُ اَنَا وَشَرِيْكٌ لِىْ شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيْئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ اَنَا وَشَرِيْكِىْ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَسَاَلْنَا النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوْهُ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَرُدُّوْهُ

২৩৩৫ আমর ইব্ন আলী (র.)....আবূ মুসলিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুল মিনহালকে (র.) মুদ্রার নগদ বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার এক অংশীদার একবার কিছু মুদ্রা নগদে ও বাকীতে বিনিময় করেছিলাম। এরপর বারা' ইব্ন আযিব (রা.) আমাদের কাছে এলে আমরা তাকে (সে সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার অংশীদার যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা.) এরূপ করেছিলাম। পরে নবী ﷺ-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, নগদে যা বিনিময় করেছো, তা বহাল রাখো, আর বাকীতে যা বিনিময় করেছো, তা প্রত্যাহার করো।

١٥٧٠. بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّىِّ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِى الْمُزَارَعَةِ

১৫৭০ পরিচ্ছেদ ঃ কৃষিকাজে যিম্মী ও মুশরিকদের অংশীদার করা

٢٣٣٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

banglainternet.com

২৩৩৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের জমি এ শর্তে ইয়াহূদীদের দিয়েছিলেন যে, তারা নিজেদের শ্রমে তাতে চাষাবাদ করবে, তার বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের হবে।

١٥٧١. بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيْهَا

১৫৭১. পরিচ্ছেদ ঃ ছাগল বন্টন করা ও তাতে ইনসাফ করা

٢٣٣٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِىَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ

২৩৩৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর কিছু বকরী সাহাবীদের মাঝে বন্টনের জন্য তাকে (দায়িত্ব) দিয়ে ছিলেন। বন্টন শেষে এক বছর বয়সী একটা ছাগল ছানা রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সে কথা জানালে তিনি ইরশাদ করলেন, ওটা তুমিই কুরবানী করো।

١٥٧٢. بَابُ الشَّرِكَةِ فِى الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَيُذْكَرُ اَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ اٰخَرُ فَرَاٰى عُمَرُ اَنَّ لَهُ شَرِكَةً

১৫৭২. পরিচ্ছেদ ঃ খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব। বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি কোন জিনিসের দাম করছিলো এমন সময় এক ব্যক্তি তাকে চোখের ইশারায় (অংশীদারিত্বের প্রস্তাব) করলো। এ ঘটনায় উমর (রা.) দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুকূলে অংশীদারিত্বের রায় দিলেন।

٢٣٣٨ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرْجِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ اُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَالَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هِشَامٍ اِلَى السُّوْقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ اَشْرِكْنَا فَاِنَّ

banglainternet.com

النَّبِيُّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ

২৩৩৮ আসবাগ ইব্‌ন ফারজ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার মা যায়নাব্ বিনতে হুমাইদ (রা.) একবার তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একে বায়আত করে নিন। তিনি বললেন সে তো ছোট। তখন তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। (একই সনদে) যুহরা ইব্‌ন মা'বাদ (র.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইবন হিশাম (রা.) তাকে নিয়ে বাজারে যেতেন, খাদ্য সামগ্রী খরিদ করতেন। পথে ইব্‌ন উমর (রা.) ও ইব্‌ন যুবায়রের সাথে দেখা হ্লে তারা তাকে বলতেন (আপনার সাথে ব্যবসায়) আমাদেরও শরীক করে নিন। কেননা নবী ﷺ আপনার জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। এ কথায় তিনি তাদের শরীক করে নিতেন। অনেক সময় (লভ্যাংশ হিসাবে) এক উট বোঝাই মাল তিনি ভাগে পেতেন আর তা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

١٥٧٣. بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيْقِ

১৫৭৩ পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম বাঁদীতে অংশীদারিত্ব

٢٣٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ

২৩৩৯ মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (শরীকী) গোলাম থেকে কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে সেই গোলামের সম্পূর্ণটা আযাদ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করে অংশীদারদের তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করা হবে এবং আযাদ কৃত গোলামের পথ ছেড়ে দেওয়া হবে।

٢٣٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِيْ عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ يُسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ

banglainternet.com

২৩৪০ আবূ নু'মান (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ (শরীকী) গোলাম থেকে একটা অংশ আযাদ করে দিলে সম্পূর্ণ গোলামটাই আযাদ হয়ে যাবে। যদি তার কাছে (প্রয়োজনীয়) অর্থ থাকে (তাহলে সেখান থেকে অন্য অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে) অন্যথায় অতিরিক্ত কষ্ট না চাপিয়ে তাকে উপার্জন করতে বলা হবে।

١٥٧٤. بَابُ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

১৫৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু ও উট শরীক হওয়া এবং হাদী[১] রওয়ানা করার পর কেউ কাউকে শরীক করলে তার বিধান.

٢٣٤١ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذٰلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللّٰهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلّٰهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ قَالَ وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحْدِهِمَا يَقُولُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ وَقَالَ الْآخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ

২৩৪১ আবূ নু'মান (র.).... জাবির ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ ৪ঠা যিলহাজ্জ ভোরে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলে তিনি আমাদেরকে হজ্জের ইহরামকে উমরা র ইহরামে পরিবর্তিত করার আদেশ দিলেন। তখন আমরা হজ্জকে উমরায় পরিবর্তিত করলাম। তিনি আমাদেরকে স্ত্রীদের সাথে সহবাসেরও অনুমতি

১. কুরবানীর উদ্দেশ্যে মীনায় আনীত প্রাণী।

দিলেন। এ বিষয়ে কেউ কথা ছড়ালো[১] (অধস্তন রাবী) আতা (র) বলেন, জাবির (রা) বলেছেন[২] আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্ত্রীর সাথে সংগম করে মিনায় যাবে। এ কথা বলে জাবির (রা.) নিজের হাত লজ্জাস্থানের দিকে ইংগিত কর দেখালেন। এ খবর নবী ﷺ-এর কানে পৌঁছলে তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। আমি শুনতে পেয়েছি যে, লোকেরা এটা সেটা বলছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের চেয়ে অধিক পরহেযগার এবং অধিক আল্লাহ্ ভীরু। পরে যা জেনেছি তা আগে ভাগে জানতে পারলে হাদী (হজ্জের কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে আসতাম না। আর সাথে হাদী না থাকলে আমি ও ইহরাম থেকে হালালা হয়ে যেতাম। তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুসুম (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হুকুম শুধু আমাদের জন্য, না এটা সর্বকালের জন্য। (রাবী আতা র.) বলেন, পরে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) (ইয়ামান থেকে) মক্কায় এলেন দুই রাবীর একজন বলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুরূপ ইহরাম বাধলাম। অপরজনের মতে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুরূপ ইহরাম বাধলাম। ফলে নবী ﷺ তাকে ইহরাম অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিলেন এবং তাকেও হাদী এর মধ্যে শরীক করে দিলেন।

١٥٧٥. بَابُ مَنْ عَدَّلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُوْرٍ فِى الْقَسْمِ

১৫৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বন্টনকালে দশটি বকরীকে একটা উটের সমান মনে করে।

٢٣٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَاَصَبْنَا غَنَمًا وَاِبِلاً فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَاَغْلَوْا بِهَا الْقُدُوْرَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُوْرٍ ثُمَّ اِنَّ بَعِيْرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ اِلاَّ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ اَعْجِلْ اَوْ اَرِنْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

banglainternet.com

২৩৪২ মুহাম্মদ (র).... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিহামার অন্তর্গত

১. কেননা তাদের ধারণা ছিলো হাজ্জের মাসগুলোতে উমরা শুদ্ধ নয়।

২. অর্থাৎ এ অংশটুকু অপর রাবী তাউস থেকে বর্ণিত নয়।

যুলহুলায়ফা নামক স্থানে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিলাম। সে সময় আমরা (গনীমতের অংশ হিসাবে) কিছু বকরী কিংবা উট পেয়ে গেলাম। সাহাবীগণ (অনুমতির অপেক্ষা না করেই) তাড়াহুড়া করে পাত্রে গোশত চড়িয়ে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে পাত্রগুলো উল্টিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। (বণ্টনকালে) প্রতি দশটি বকরীকে তিনি একটি উটের সমান ধার্য করলেন। ইতিমধ্যে একটি উট পালিয়ে গেলো। সে সময় দলে ঘোড়ার সংখ্যাও ছিল খুব অল্প। তাই একজন তীর ছুঁড়ে সেটাকে আটকালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দেখো, পলায়নপর বন্য জন্তুদের মতো এই গৃহপালিত পশুগুলোর মধ্যেও কোন কোনটা পলায়নপর স্বভাব বিশিষ্ট। কাজেই সেগুলোর মধ্যে যেটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠবে তার সাথে এরূপই করবে। (রাবী আবায়াহ র.) বলেন, আমার দাদা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আশংকা করি; আগামীকাল হয়ত আমরা শত্রুর মুখোমুখি হবো। আমাদের সাথে তো কোন ছুরি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ধারালো কুঞ্চি দিয়ে যবেহ্ করতে পারি? তিনি বললেন, যে রক্ত বের করে দেয় তা দিয়ে, দ্রুত করো। যা আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ্ হয়, তা তোমরা খেতে পারো। তবে তা যেন দাঁত বা নখ না হয়। তোমাদের আমি এর কারণ বলছি, দাঁততো হাড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الرَّهْنِ

অধ্যায় ঃ বন্ধক

١٥٧٦. بَابٌ فِى الرَّهْنِ فِى الْحَضَرِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ

১৫৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ আবাসে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। (২ ঃ ২৮৩)

٢٣٤٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِىُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيْرٍ وَمَشَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا اَصْبَحَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ اِلَّا صَاعٌ وَلَا اَمْسٰى وَاِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ اَبْيَاتٍ

২৩৪৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আমি একবার নবী ﷺ-এর খিদমতে যবের রুটি এবং দুর্গন্ধ যুক্ত চর্বি নিয়ে গেলাম, তখন তাঁকে বলতে শুনলাম, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার পরিজনের কাছে কোন সকাল বা সন্ধায় এক সা' এর অতিরিক্ত (কোন খাদ্য) দ্রব্য থাকে না। (আনাস রা. বলেন) সে সময়ে তারা মোট নয় ঘর (নয় পরিবার) ছিলেন।

١٥٧٧. بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

১৫৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ নিজ বর্ম বন্ধক রাখা

banglainternet.com

٢٣٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيْلَ فِى السَّلَفِ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

২৩৪৪ মুসাদ্দদ (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জনৈক ইয়াহূদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মিয়াদে খাদ্যশষ্য খরিদ করেন এবং নিজের বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।

١٥٧٨. بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ

১৫৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ অস্ত্র বন্ধক রাখা

٢٣٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَا فَاَتَاهُ فَقَالَ اَرَدْنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ اِرْهَنُوْنِيْ نِسَاءَكُمْ، قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَاَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُوْنِيْ اَبْنَاءَكُمْ، قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ اَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ اَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ اَوْ وَسْقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَعَدَهُ اَنْ يَاْتِيَهُ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ

২৩৪৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কা'আব ইব্ন আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিতে পারবে? আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সে তো কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা.) তখন বললেন, আমি। পরে তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, আমরা তোমার কাছে এক ওয়াসাক অথবা বলেছেন দু'ওয়াসাক (খাদ্য) ধার চাচ্ছি। সে বলল, তোমাদের মহিলাদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, তুমি হলে আরবের সেরা সুন্দর ব্যক্তি। তোমার কাছে কিভাবে মহিলাদের বন্ধক রাখতে পারি? সে বলল, তাহলে তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, কিভাবে সন্তানদেরকে তোমার কাছে বন্ধক রাখি। পরে এই বলে তাদের নিন্দা করা হবে যে, দু' এক ওয়াসাকের জন্য তারা বন্ধক ছিল, এটা আমাদের জন্য হবে বিরাট কলংক। তার চেয়ে বরং আমরা তোমার কাছে আমাদের অস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান (র.) اللَّأْمَةَ শব্দের অর্থ করেছেন অস্ত্র। তারপর তিনি তাকে পরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং (পরে এসে) তাকে হত্যা করলেন এবং নবী ﷺ -এর কাছে এসে সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন।

banglainternet.com

١٥٧٩. بَابُ الرَّهْنُ مَرْكُوْبٌ وَمَحْلُوْبٌ . وَقَالَ مُغِيْرَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ تُرْكَبُ النَّفَالَةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ

১৫৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ বন্ধক রাখা প্রাণীর উপর আরোহণ করা যায় এবং দুধ দোহন করা যায়। মুগীরা (র.) ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, হারিয়ে যাওয়া প্রাণী যে পাবে সে তার ঘাসের (ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়) খরচ পরিমাণ আরোহণ করতে পারবে, এবং ঘাসের খরচ পরিমাণ দুধ দোহন করতে পারবে। বন্ধকী প্রাণীর ব্যাপারটিও অনুরূপ

٢٣٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، يُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا

২৩৪৬ আবূ নুআইম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বন্ধকী প্রাণীর উপর তার খরচ পরিমাণ আরোহণ করা যাবে। তদ্রূপ দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে (খরচ পরিমাণ) তার দুধ পান করা যাবে।

٢٣٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

২৩৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বাহনের পশু বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে তাতে আরোহণ করা যাবে। তদ্রূপ দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে দুধ পান করা যাবে। (মোট কথা) আরোহণকারী এবং দুধ পানকারীকেই খরচ বহন করতে হবে।

١٥٨٠. بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُوْدِ وَغَيْرِهِمْ

১৫৮০. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদী ও অন্যান্যদের (অমুসলিমের) কাছে বন্ধক রাখা

٢٣٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتِ اشْتَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

banglainternet.com

২৩৪৮ কুতায়বা (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ইয়াহূদী থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনেছিলেন এবং তার কাছে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।

١٥٨١. بَابٌ اِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

১৫৮১. পরিচ্ছেদ ঃ বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতার মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বা অনুরূপ কোন কিছু হলে বাদীর দায়িত্ব সাক্ষী পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব কসম করা

٢٣٤٩ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى اَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ –

২৩৪৯ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এই ফায়সালা দিয়েছেন যে, (বাদী সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে) কসম করা বিবাদীর কর্তব্য।

٢٣٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَقَرَأَ اِلٰى عَذَابٌ اَلِيْمٌ ثُمَّ اِنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ اُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِىْ بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاهِدُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ، قُلْتُ اِلاَّ اِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

২৩৫০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... আবূদুল্লাহ্ (ইব্ন মাস'উদ) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিথ্যা কসম করে যে ব্যক্তি অর্থ- সম্পদ হস্তগত করে সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে এ অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা (নবী ﷺ -এর) উক্ত বাণী সমর্থন করে আয়াত নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে---- মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। (৩ ঃ ৭৭) (রাবী বলেন) পরে আশ'আস ইব্ন কায়স (রা.) আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ আবদুর রাহমান (ইব্ন

banglainternet.com

মাসউ'দ) তোমাদের কি হাদীস শুনালেন (রাবী বলেন), আমরা তাকে হাদীসটি শুনালে তিনি বললেন, তিনি নির্ভুল হাদীস শুনিয়েছেন। আমাকে কেন্দ্র করেই তো আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো। কূয়া (এর মালিকানা) নিয়ে আমার সাথে এক লোকের ঝগড়া চলছিলো। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে বিরোধটি উত্থাপন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমাকে) বললেন, তুমি দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করবে, নতুবা সে হলফ করবে। আমি বললাম, তবে তো সে নির্দ্বিধায় হলফ করে বসবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ করে অর্থ-সম্পদ হস্তগত করবে, সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে এ অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। তিনি (আশআস) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এর সমর্থনে আয়াত নাযিল করলেন। অতঃপর তিনি (আশআস) এই আয়াত إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ তিলাওয়াত করলেন।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় ঃ গোলাম আযাদ করা

١٥٨٢. بَابٌ فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ يَتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ

১৫৮২. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম আযাদ করা ও তার ফযীলত এবং আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীঃ গোলাম আযাদ অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান ইয়াতীম আত্মীয়কে। (৯০ ঃ ১৩-১৫)

٢٣٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْتَقَ امْرَءً مُسْلِمًا اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهٖ اِلٰى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلٰى عَبْدٍ لَهٗ قَدْ اَعْطَاهُ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ اٰلَافِ دِرْهَمٍ اَوْ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَاَعْتَقَهٗ

২৩৫১ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ কোন মুসলিম গোলাম আযাদ করলে আল্লাহ্ সেই গোলামের প্রত্যেক অংগের বিনিময়ে তার একেকটি অংগ (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন। সাঈদ ইব্‌ন মারজানা (রা.) বলেন, এ হাদীসটি আমি আলী ইব্‌ন হুসায়নের খিদমতে পেশ করলাম। তখন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) তার এক গোলামের কাছে উঠে গেলেন যার বিনিময়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফার (রা.) তাকে দশ হাজার দিরহাম কিংবা এক হাজার দীনার দিতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন।

banglainternet.com

١٥٨٣. بَابُ اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ

১৫৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম?

٢٣٥٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ مُرَاوِحٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهٖ قُلْتُ فَاَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَغْلَاهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِاَخْرَقَ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ

২৩৫২ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র.).... আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেন, যে গোলামের মূল্য অধিক এবং যে গোলাম তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ যদি আমি করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য করবে কিংবা বেকারকে কাজ দিবে। আমি (আবারও) বললাম,- এ-ও যদি না পারি? তিনি বললেন, মানুষকে তোমার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখবে। বস্তুতঃ এটা তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাদকা।

١٥٨٤. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِى الْكُسُوْفِ وَالْاٰيَاتِ

১৫৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণ ও (আল্লাহ্র কুদরতের) বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশকালে গোলাম আযাদ করা মুস্তাহাব

٢٣٥٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ، تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ

২৩৫৩ মূসা ইব্ন মাস'উদ (র.).... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (র.) দরাওয়ারদী (র.) সূত্রে হিশাম (র.) হাদীস বর্ণনায় মূসা ইব্ন মাস'উদ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

٢٣٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَلَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْكُسُوْفِ بِالْعَتَاقَةِ

২৩৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র.)... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য গ্রহণের সময় আমাদেরকে গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেওয়া হতো।

١٥٨٥. بَابٌ اِذَا اَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اِثْنَيْنِ اَوْ اَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

১৫৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ দু' ব্যক্তির মালিকানাধীন গোলাম বা কয়েকজন অংশীদারের বাঁদী আযাদ করা

٢٣٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَاِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقُ

২৩৫৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... সালিমের পিতা (ইব্‌ন উমর রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'জনের মালিকানাধীন গোলাম আযাদ করে, সে সচ্ছল হলে প্রথমে গোলামের মূল্য নির্ধারণ করা হবে, তারপর আযাদ করবে।

٢٣٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَاَعْطٰى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

২৩৫৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করে আর গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকে, তবে তার উপর দায়িত্ব হবে গোলামের ন্যায্যমূল্য নির্ণয় করা। তারপর সে শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করবে এবং গোলামটি তারপক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু (সে পরিমাণ অর্থ) না থাকলে তারপক্ষ থেকে ততটুকুই আযাদ হবে। যতটুকু সে আযাদ করেছে।

٢٣٥٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَاُعْتِقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اِخْتَصَرَهُ

২৩৫৭ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বলেছেন, কেউ কোন (শরীকী) গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করলে ঐ গোলামের সম্পূর্ণটা আযাদ করা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়বে, যদি তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে। আর যদি তার কাছে কোন অর্থ না থাকে তাহলে তার দায়িত্ব হবে আযাদ কৃত (গোলামের) ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা এতে আযাদকারীর পক্ষ থেকে ততটুকুই আযাদ হবে, যতটুকু সে আযাদ করেছে। মুসাদ্দাদ (র.) বিশর ইব্ন মুফাদ্দাল (র.) সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ (র.) উক্ত হাদীসটি সংক্ষিপ্ত বর্ণিত আছে।

٢٣٥٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ اَوْ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَبْلُغُ قِيْمَتَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ قَالَ نَافِعٌ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ اَيُّوْبُ لاَ اَدْرِيْ اَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ اَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيْثِ

২৩৫৮ আবূ নু'মান (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ কোন (শরীকী) গোলাম থেকে নিজের অংশ[১] বা হিস্সা আযাদ করে দিলে এবং গোলামের ন্যায্যমূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকলে, সেই গোলাম সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে। নাফি' (র.) বলেন, আর সেই পরিমাণ অর্থ না থাকলে যতটুকু সে আযাদ করেছে তারপক্ষ থেকে ততটুকুই আযাদ হবে। রাবী আইউব (র.) বলেন, আমি জানি না, এটা কি নাফি (র.) নিজ থেকে বলেছেন না এটাও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

٢٣٥٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يُفْتِيْ فِي الْعَبْدِ اَوِ الْاَمَةِ يَكُوْنُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَعْتِقُ اَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ مِنْهُ يَقُوْلُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ اِذَا كَانَ لِلَّذِيْ اَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ اِلَى الشُّرَكَاءِ اَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ بِذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ وَابْنُ اِسْحٰقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا

২৩৫৯ আহমদ ইব্ন মিকদাম (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি শরীকী গোলাম বা বাঁদী সম্পর্কে ফাতওয়া দিতেন যে, শরীকী গোলাম শরীকদের কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে তিনি

banglainternet.com

১. হিন্দুস্তানী ছাপা বুখারী শরীফে মুসাদ্দদ (র)--- পরবর্তী সনদের সাথে তাহ্ওয়ীল হিসাবে ছাপানো হয়েছে। তবে বুখারীর শরাহ আইনীতে উল্লেখ রয়েছে যে, তা এ হাদীসের অপর একটি সনদ মাত্র।

বলতেন, সম্পূর্ণ গোলামটাই আযাদ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। যদি আযাদকারীর কাছে গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে, তাহলে সে অর্থ থেকে গোলামের ন্যায্যমূল্য নির্ণয় করা হবে এবং শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য হিস্সা পরিশোধ করা হবে, আর আযাদকৃত গোলাম পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে। বক্তব্যটি ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এবং লায়ছ, ইব্ন আবূ যি'ব, ইব্ন ইসহাক জওয়াইরিয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র.) নাফি' (র.)-এর মাধ্যমে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٦ بَابٌ اِذَا اَعْتَقَ نَصِيْبًا فِىْ عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ عَلٰى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

১৫৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে চুক্তিবদ্ধ গোলামের মত তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করতে বলা হবে।

٢٣٦٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضْرُبْنُ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ عَبْدٍ * ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِبْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا اَوْ شَقِيْصًا فِىْ مَمْلُوْكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِىْ مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَاِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاُسْتُسْعِىَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَاَبَانُ وَمُوْسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ اِخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ

২৩৬০ আহমদ ইব্ন আবূ রাজা (র.) ও মুসাদ্দদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ শরীকী গোলাম থেকে নিজের ভাগ বা অংশ (রাবীর দ্বিধা) আযাদ করে দিলে নিজ অর্থ ব্যয়ে সেই গোলামকে রেহাই করা তার উপর কর্তব্য, যদি তার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে। অন্যথায় তার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করতে বলা হবে। হাজ্জাজ ইব্ন হাজ্জাজ, আবান ও মূসা ইব্ন খালাফ (র.) কাতাদা (র.) থেকে হাদীস সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবা (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। হাদীসটি শু'বা (র.) সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

١٥٨٧. بَابُ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ فِى الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلاَ عَتَاقَةَ اِلاَّ لِوَجْهِ اللّٰهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى وَلاَ نِيَّةَ لِلنَّاسِىْ وَالْمُخْطِئِ

১৫৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ ভুলবশত অথবা অনিচ্ছায় গোলাম আযাদ করা ও স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে গোলাম আযাদ করা যায় না। নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে, যা সে নিয়্যত করবে। এবং যে ব্যক্তি অনিচ্ছায় বা ভুলবশত কিছু বলে, তার কোন নিয়্যত থাকে না।

٢٣٦١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ

২৩৬১ হুমায়দী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, (আমার বরকতে) আল্লাহ্ আমার উম্মতের অন্তরে উদিত ওযাসওয়াসা (পাপের ভাব ও চেতনা) মাফ করে দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা কাজে পরিণত করে অথবা মুখে বলে।

٢٣٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

২৩৬২ মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.).... উমর ইবন্ খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমলসমূহ নিয়্যতের সাথে সম্পৃক্ত। আর মানুষ তাই পাবে, যা সে নিয়্যত করবে। কাজেই কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে থাকলে তার সে হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্য অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার মতলবে; তার হিজরত সে উদ্দেশ্যে বলেই গণ্য হবে।

١٥٨٨. بَابٌ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلّٰهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

১৫৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ আযাদ করার নিয়্যতে কোন ব্যক্তি নিজের গোলাম সম্পর্কে 'সে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট' বলা এবং আযাদ করার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা।

banglainternet.com

٢٣٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَاَقْبَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلَامُكَ قَدْ اَتَاكَ فَقَالَ اَمَا اِنِّيْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُ حُرٌّ قَالَ فَهُوَ حِيْنَ يَقُوْلُ :

يَالَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلَى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

২৩৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছায় আপন গোলামকে সাথে নিয়ে (মদীনায়) আসছিলেন। পথে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। পরে গোলামটি এসে পৌঁছলো। আবূ হুরায়রা (রা.) সে সময় নবী ﷺ -এর খিদমতে বসাছিলেন। নবী ﷺ বললেন, আবূ হুরায়রা! দেখো, তোমার গোলাম এসে গেছে। তখন তিনি বললেন, শুনুন; আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, সে আযাদ। রাবী বলেন, (মদীনায়) পৌঁছে তিনি বলতেনঃ কত দীর্ঘ আর কষ্টদায়কই না ছিলো হিজরতের সে রাত- তবুও তা আমাকে দারুল কুফ্‌র থেকে মুক্তি দিয়েছে।

٢٣٦٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِي الطَّرِيْقِ : يَا لَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلَى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ ، قَالَ وَاَبَقَ مِنِّيْ غُلَامٌ لِيْ فِي الطَّرِيْقِ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَبَيْنَا اَنَا عِنْدَهُ اِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَااَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ فَاَعْتَقْتُهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَقُلْ اَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ حُرٌّ

২৩৬৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজীর খিদমতে আগমনকালে আমি পথে পথে (কবিতা) বলতামঃ হিজরতের সে রাত কতনা দীর্ঘ আর কষ্টদায়ক ছিল- তবুও তা আমাকে দারুল কুফ্‌র থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি বলেন, পথে আমার এক গোলাম পালিয়ে গিয়েছিলো। যখন আমি নবী ﷺ -এর খিদমতে এসে তাঁর (হাতে) বায়আত হলাম। আমি তাঁর খিদমতেই ছিলাম, এ সময় গোলামটি এসে হাযির হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবূ হুরাযরা! এই যে, তোমার গোলাম! আমি বললাম, সে আল্লাহ্‌রওয়াস্তে আযাদ। এই বলে তাকে আযাদ করে দিলাম। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র.) বলেন, আবূ কুরায়ব (র.) আবূ উসামা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে حُرٌّ শব্দটি বলেন নি।

٢٣٦٥ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِيُّ عَنْ

اِسْمٰعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلَامُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْاِسْلَامَ فَضَلَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَقَالَ اَمَا اِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُ لِلّٰهِ

২৩৬৫ শিহাব ইব্‌ন আব্‌বাদ (র.).... কায়স (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর গোলামকে সাথে করে ইসলামের উদ্দেশ্যে (মদীনা) আগমনকালে পথিমধ্যে তারা একে অপরকে হারিয়ে ফেললেন এবং তিনি (আবূ হুরায়রা) বললেন, শুনন! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, সে আল্লাহ্‌র জন্য।

١٥٨٩. بَابُ اُمِّ الْوَلَدِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّهَا

১৫৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ উম্মু ওয়ালাদ[১] প্রসংগ। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের একটি আলামত এই যে, বাঁদী তার মুনিবকে প্রসব করবে

٢٣٦٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ عُتْبَةَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنْ يَقْبِضَ اِلَيْهِ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ قَالَ عُتْبَةُ اِنَّهُ ابْنِىْ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْفَتْحِ اَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبَلَ بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا ابْنُ اَخِىْ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخِىْ ابْنُ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ابْنِ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَاِذَا هُوَ اَشْبَهُ النَّاسِ بِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ مِمَّا رَاٰى مِنْ شَبَهِهٖ بِعُتْبَةَ وَكَانَ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ

২৩৬৬ আবুল ইয়ামান (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস আপন ভাই সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাসকে ওসীয়্যত করেছিলেন, তিনি যেন যাম'আর দাসীর

banglainternet.com

১. শাব্দিক অর্থ সন্তানের মা, পরিভাষায় যে বাঁদী প্রভুর ঔরসজাত সন্তান প্রসব করেছে। ইসলামী ফিক্বাহ্‌র বিধান মুতাবিক উম্মু ওয়ালাদকে বিক্রি করা যায় না এবং প্রভুর মৃত্যুর পর আপনা আপনি সে আযাদ হয়ে যাবে।

গর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করেন (কারণ স্বরূপ) উতবা বলেছিলেন; সে আমার (ঔরসজাত) পুত্র। মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় তাশরীফ আনলেন; তখন সা'দ যাম'আর দাসীর পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে আসলেন এবং তার সাথে আব্দ ইব্ন যাম'আকে নিয়ে আসলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো আমার ভাতিজা। আমার ভাই বলেছেন যে, সে তার ছেলে আব্দ ইব্ন যাম'আর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার ভাই, যাম'আর পুত্র। তার শয্যাতেই এ জন্ম নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন যাম'আর দাসীর পুত্রের দিকে তাকালেন। দেখলেন, উতবার সাথেই তার (আদলের) সর্বাধিক মিল। তবু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আব্দ ইব্ন যাম'আ! এ- তোমারই (ভাই), কেননা-এ তার (আবদ ইব্ন যামআর) শয্যাতে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন! হে সাওদা বিনতে যামআ! তুমি এ থেকে পর্দা করবে। কেননা তিনি উতবার সাথেই তার (চেহারার) মিল দেখতে পেয়েছিলেন। সাওদা ছিলেন, নবী ﷺ -এর স্ত্রী।

١٥٩٠. بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

১৫৯০ পরিচ্ছেদ ঃ মুদাববার[১] বিক্রি করা

٢٣٦٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ اَوَّلٍ

২৩৬৭ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের একজন তার এক গোলামকে মুদাব্বাররূপে আযাদ ঘোষণা করল। তখন নবী ﷺ সেই গোলামকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন। জাবির (রা.) বলেন, গোলামটি সে বছরই মারা গিয়েছিলো।

١٥٩١. بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

১৫৯১. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রি বা দান করা

٢٣٦٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

banglainternet.com

১. যে গোলামকে তার মালিক নিজের মৃত্যুর পর আযাদ বলে ঘোষণা করেছে, সে গোলামকে মুদাব্বার বলা হয়। হানাফী মাযহাব মতে মুদাব্বারকে বিক্রি করা যাবে না। এর সমর্থনেও হাদীস রয়েছে।

২৩৬৮ আবুল ওয়ালীদ (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রি করতে এবং তা দান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٦٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاِشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلَاءَ هَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ فَاَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِىُّ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ اَعْطَانِىْ كَذَا وكَذَا مَاثَبَتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

২৩৬৯ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরাকে আমি (আযাদ করার নিয়্যতে) খরিদ করলাম, তখন তার (পূর্বতন) মালিক অভিভাকত্বের শর্তারোপ করলো। প্রসংগটি আমি নবী ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, তুমি তাকে আযাদ করে দাও। অভিভাবকত্ব সেই লাভ করবে, যে অর্থ ব্যয় করবে। তখন আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। তারপর নবী ﷺ তাকে ডেকে তার স্বামীর ব্যাপারে ইখ্তিয়ার দিলেন। বারীরা (রা.) বললেন, যদি সে আমাকে এতো এতো সম্পদও দেয় তবু আমি তার কাছে থাকবো না। অবশেষে তিনি তার ইখ্তিয়ার প্রয়োগ করলেন।

١٥٩٢ بَابُ اِذَا اُسِرَ اَخُو الرَّجُلِ اَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادٰى اِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ اَنَسٌ قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَادَيْتُ نَفْسِىْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً وَكَانَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ لَهُ نَصِيْبٌ فِىْ تِلْكَ الْغَنِيْمَةِ الَّتِىْ اَصَابَ مِنْ اَخِيْهِ عَقِيْلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ

১৫৯২. পরিচ্ছেদ ঃ কারো মুশরিক ভাই বা চাচা বন্দী হলে কি তাদের পক্ষ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে? আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আব্বাস (রা.) নবী ﷺ -কে বলেছিলেন, আমি নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করছি। এদিকে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) তার ভাই আকীল ও চাচা আব্বাসের মুক্তিপণ বাবত প্রাপ্ত গনীমাতের অংশ পেয়েছিলেন।

٢٣٧٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْاَنْصَارِ اِسْتَاْذَنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُوْنَ مِنْهُ دِرْهَمًا

২৩৭০ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের বোনপো আব্বাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিবো। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা তার (মুক্তিপণের) একটি দিরহামও ছাড়তে পারো না।

١٥٩٣. بَابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ

১৫৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক কর্তৃক গোলাম আযাদ করা

٢٣٧١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَعْتَقَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ فَلَمَّا اَسْلَمَ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ وَاَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ قَالَ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا يَعْنِىْ اَتَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَاسَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ

২৩৭১ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র.)....হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত, আমার পিতা আমাকে অবগত করলেন যে, হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) জাহিলী যুগে একশ' গোলাম আযাদ করেছিলেন এবং আরোহণের জন্য একশ উট দিয়েছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখনও একশ' উট বাহন হিসাবে দান করেন এবং একশ' গোলাম আযাদ করলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহেলী যুগে কল্যাণের উদ্দেশ্য যে কাজগুলো আমি করতাম, সেগুলো সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার পিছনের আমলগুলোর কল্যাণেই তো তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো।

١٥٩٤. بَابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيْقًا، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ

banglainternet.com

১৫৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি আরবী গোলাম-বাঁদীর মালিক হয়ে তা দান করলে বা বিক্রি করলে, বা বাঁদীর সাথে সহবাস করলে বা মুক্তিপণ হিসাবে দিলে এবং সন্তানদের বন্দী

করলে, (তার হুকুম কি হবে)? আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদঃ আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক গোলামের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির, যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম রিযিক দান করেছেনএবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্র প্রাপ্য, অথচ তাদের অধিকাংশই তা জানে না (১৬ ঃ ৭৫)।

٢٣٧٢ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ عُرْوَةُ اَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ اِنَّ مَعِيْ مَنْ تَرَوْنَ، وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَيَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا الْمَالَ وَاِمَّا السَّبْيَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَانَيْتُ بِهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْتَظَرَهُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّيْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ قَالَ اِنَّا لاَ نَدْرِيْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ وَقَالَ اَنَسٌ قَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَدَيْتُ نَفْسِيْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً

২৩৭২ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.).... মারওয়ান ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলে নবী ﷺ দাঁড়ালেন (অভ্যর্থনার জন্য) এরপর তারা অর্থ-সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানালো। তখন তিনি বললেন, তোমরা দেখছো, আমার সাথে আরো, সাহাবী আছেন। আর সত্য ভাষণই আমার নিকট প্রিয়। কাজেই, অর্থ-সম্পদ ও বন্দী এ দু'টির যে কোন একটি তোমরা বেছে নাও। বন্দীদের বণ্টনের ব্যাপারে আমি বিলম্বও করেছিলাম। (রাবী বলেন) নবী ﷺ তায়েফ থেকে ফিরে প্রায় দশ রাত তাদেরকে সুযোগ দিয়েছিলেন। যখন প্রতিনিধি দলের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, নবী ﷺ তাদেরকে দু'টির যে কোন একটি ফেরত দিবেন, তখন তারা বলল, তবে আমরা আমাদের বন্দীদেরই পসন্দ করছি। তখন নবী ﷺ সবার

সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বললেন, তোমাদের ভাইয়েরা তাওবা করে আমাদের কাছে এসেছে। এমতাবস্থায় আমি তাদেরকে তাদের বন্দীদের ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। কাজেই, তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে তা পসন্দ করে, তারা যেন তাই করে। আর যারা তাদের নিজেদের হিস্সা পেতে পসন্দ করে। তা এভাবে যে, প্রথম যে 'ফায় আল্লাহ্পাক আমাকে দান করবেন, সেখান থেকে আমি তাদের সে হিস্সা আদায় করে দিবো। সে যেন তা করে। তখন সবাই বললো, আমরা আপনার জন্য সন্তুষ্টচিত্তে তা করতে রাযি আছি। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, তোমাদের মধ্যে কারা সম্মত আর কারা সম্মত নও। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আর তোমাদের মুখপাত্ররা তোমাদের মতামত আমার কাছে উত্থাপন করুক। তারপর সবাই ফিরে গেলো আর তাদের মুখপাত্ররা তাদের সাথে আলোচনা সেরে নবী ﷺ -কে ফিরে এসে জানালেন যে তারা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রকাশ করেছে। (ইব্ন শিহাব যুহরী র. বলেন) হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধ বন্দী সম্পর্কে এতটুকুই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আনাস (রা.) বলেন, আব্বাস (রা.) নবী ﷺ -কে বললেন (বদর যুদ্ধে) আমি (একাই) নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করেছি।

٢٣٧٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى نَافِعٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَغَارَ عَلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَاَنْعَامُهُمْ تُسْقٰى ، عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِىْ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِى ذٰلِكَ الْجَيْشِ

২৩৭৩ আলী ইব্ন হাসান ইব্ন শাকীক (র.).... ইব্ন আউন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাফি' (র)-কে পত্রে লিখলাম, তিনি জওয়াবে আমাকে লিখেন যে, বনী মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিত ভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিলো। তিনি তাদের যুদ্ধক্ষমদের হত্যা এবং নাবালকদের বন্দী করেন এবং সেদিনই তিনি জুওয়ায়রিয়া (উম্মুল মু'মিনীন)-কে লাভ করেন। (নাফি' র. বলেন) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) আমাকে এ সম্পর্কিত হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি নিজেও সে সেনাদলে ছিলেন।

٢٣٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا وَهِىَ كَائِنَةٌ

banglainternet.com

২৩৭৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... ইব্ন মুহায়রিয (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রা.)-কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর সাথে আমরা বনী মুস্তালিক যুদ্ধে কিছু আরব যুদ্ধ বন্দী আমাদের হস্তগত হল। তখন আমাদের স্ত্রীদের কথা মনে পড়ে (কেননা) দূর-নিঃসংগ জীবন আমাদের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছিল। (সে সময়) আমরা আযল করতে চাইলাম (বাঁদী ব্যবহার করে)। এ সম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এরূপ না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত যাদের জন্ম নির্ধারিত রয়েছে, তারা আসবেই।

٢٣٧٥ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَ اَزَالُ اُحِبُّ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَحَدَّثَنِى ابْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَازِلْتُ اُحِبُّ بَنِىْ تَمِيْمٍ مُنْذُ ثَلاَثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هُمْ اَشَدُّ اُمَّتِىْ عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَائَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اِسْمٰعِيْلَ

২৩৭৫ যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইব্ন সালাম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তিনটি কথা শোনার পর থেকে বনী তামীম গোত্রকে আমি ভালোবেসে আসছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, দাজ্জালের মুকাবিলায় আমার উম্মতের মধ্যে এরাই হবে অধিকতর কঠোর। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার তাদের পক্ষ থেকে সাদকার মাল আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ যে আমার কাওমের সাদকা। 'আয়িশা (রা.)-এর হাতে তাদের এক বন্দিনী ছিল। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, একে আযাদ করে দাও। কেননা সে ইসমাঈলের বংশধর।

١٥٩٥. بَابُ فَضْلِ مَنْ اَدَّبَ جَارِيَتَهَا وَعَلَّمَهَا

১৫৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ আপন বাঁদীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিখানোর ফযীলত

٢٣٧٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَاَحْسَنَ اِلَيْهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ اَجْرَانِ

banglainternet.com

২৩৭৬ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.).... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কারো যদি একটি বাঁদী থাকে আর সে তাকে প্রতিপালন করে, তার সাথে ভাল আচরণ করে এবং তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে, তাহলে সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

١٥٩٦. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْعَبِيْدُ اِخْوَانُكُمْ فَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

১৫৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর ইরশাদ, তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। কাজেই তোমরা যা খাবে তা থেকে তাদেরও খাওয়াবে। (এ সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তার শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। দাম্ভিক, আত্মগর্বীকে (৪ ঃ ৩৬)।

٢٣٧٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْاَحْدَبُ قَالَ سَمِعْتُ الْمَعْرُوْرَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلَامِهٖ حُلَّةٌ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ سَابَبْتُ رَجُلًا فَشَكَانِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَعَيَّرْتَهٗ بِاُمِّهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ

২৩৭৭ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র.).... মারূর ইব্ন সুওয়াইদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমি আবূ যার গিফারী (রা.)-এর দেখা পেলাম। তার গায়ে তখন একজোড়া কাপড় আর তার গোলামের গায়েও (অনুরূপ) এক জোড়া কাপড় ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, একবার এক ব্যক্তিকে আমি গালি দিয়েছিলাম। সে নবী ﷺ-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তার মার প্রতি কটাক্ষ করে তাকে লজ্জা দিলে? তারপর তিনি বললেন, তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন, কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তবে সে যা খায়, তা থেকে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে

যা পরিধান করে, তা থেকে যেন পরিধান করায়। এবং তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য কর না। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্ধ্বে কোন কাজ তাদের দাও তবে তাদের সহযোগিতা কর।

١٥٩٧. بَابُ الْعَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

১৫৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম যদি উত্তমরূপে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে আর তার মালিকের হিতাকাংক্ষী হয়

٢٣٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

২৩৭৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসালামা (র.)....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গোলাম যদি তার মনিবের হিতাকাংক্ষী হয় এবং তার প্রতিপালকের উত্তম রূপে ইবাদত করে, তাহলে তার সাওয়াব হবে দ্বিগুণ।

٢٣٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ

২৩৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.).... আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, লোক তার বাঁদীকে উত্তমরূপে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে আযাদ করে ও বিয়ে করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে। আর যে গোলাম আল্লাহ্র হক আদায় করে এবং মনিবের হকও আদায় করে, সেও দ্বিগুণ সাওযাব লাভ করবে।

٢٣٨٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّيْ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ

banglainternet.com

২৩৮০ বিশর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সৎ ক্রীতদাসের সাওয়াব হবে দ্বিগুণ। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ, হজ্জ এবং আমার মায়ের সেবার মত উত্তম কাজ যদি না থাকত তাহলে ক্রীতদাসরূপে মৃত্যুবরণ করাই আমি পসন্দ করতাম।

٢٣٨١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ مَا لِاَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ

২৩৮১ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কত ভাগ্যবান সে, যে উত্তমরূপে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং নিজ মনিবের হিতাকাংক্ষী হয়।

١٥٩٨. بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيْقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِيْ اَوْ اَمَتِيْ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ وَقَالَ : عَبْدًا مَّمْلُوْكًا ... وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ وَقَالَ : وَمِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ اُذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ يَعْنِيْ عِنْدَ سَيِّدِكَ

১৫৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের উপর নির্যাতন করা এবং আমার গোলাম ও আমার বাঁদী এরূপ বলা অপসন্দনীয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এবং তোমাদের গোলাম বাঁদীদের মধ্যে যারা সৎ.... (২৪ ঃ ৩২) তিনি আরো বলেনঃ অপরের অধিকারভুক্ত এক গোলামের... .(১৬ ঃ ৭৫) তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল (১২ ঃ ২৫) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, তোমাদের ঈমানদার বাঁদীদের.... (৪ ঃ ২৫) নবী ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তোমরা প্রভুর কাছে আল্লাহ্‌র কথা বলবে, (১২ ঃ ৪২) অর্থাৎ তোমার মালিকের কাছে।

٢٣٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَصَحَ اَحَدُكُمْ عَبْدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

banglainternet.com

২৩৮২ মুসাদ্দদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, গোলাম যদি আপন মনিবের হিতাকাংক্ষী হয়.এবং আপন প্রতিপালকের উত্তম ইবাদাত করে, তাহলে তার সাওয়াব হবে দ্বিগুণ।

٢٣٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَمْلُوْكُ الَّذِىْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّى اِلٰى سَيِّدِهِ الَّذِىْ لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ اَجْرَانِ

২৩৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র.)..... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে গোলাম আপন প্রতিপালকের উত্তম রূপে ইবাদত করে এবং আপন মনিবের যে হক আছে তা আদায় করে, তার কল্যাণ কামনা করে আর তার আনুগত্য করে, সে দিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

٢٣٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَقُلْ اَحَدُكُمْ اَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِىْ وَمَوْلاَىَ وَلاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِىْ وَغُلاَمِىْ

২৩৮৪ মুহাম্মদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এমন কথা না বলে "তোমার প্রভুকে আহার করাও "তোমার প্রভুকে উযূ করাও "তোমার প্রভুকে পান করাও" আর যেন (গোলাম বাঁদীরা)- এরূপ বলে, "আমার মনিব", আমার অভিভাবক,"তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে "আমার দাস, আমার দাসী। বরং বলবে- 'আমার বালক' 'আমার বালিকা' 'আমার খাদিম।'

٢٣٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَاُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ

২৩৮৫ আবূ নু'মান (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ কোন (শরীকী) গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং তার সম্পদ থেকেই সেই গোলাম সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে, অন্যথায় সে যতটুকু আযাদ করেছে ততটুকুই আযাদ হবে।

banglainternet.com

٢٣٨٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ

عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

২৩৮৬ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিসয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর গোলাম আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

٢٣٨٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فِي الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ

২৩৮৭ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বাঁদী যিনায় লিপ্ত হলে তাকে চাবুক লাগাবে। আবার যিনা করলে আবারও চাবুক লাগাবে। তৃতীয়বার বা চতুর্থবার বলেছেন, একগাছি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলবে।

١٥٩٩. بَابٌ اِذَا اَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهٖ

১৫৯৯ পরিচ্ছেদ ঃ খাদিম যখন খাবার পরিবেশন করে

٢٣٨٨ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهٖ فَاِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ اَوْ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ فَاِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ

banglainternet.com

২৩৮৮ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো খাদিম খাবার নিয়ে হাযির হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত।

তাকে সাথে না বসালে দু' এক লোক্‌মা কিংবা দু' এক গ্রাস তাকে দেওয়া উচিত। কেননা সে এর জন্য পরিশ্রম করেছে।

١٦٠٠. بَابُ الْعَبْدُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَنَسَبَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَالَ اِلَى السَّيِّدِ

১৬০০. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। নবী ﷺ সম্পদকে মনিবের সাথে সম্পর্কিত করেছেন

٢٣٨٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِيْ اَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَحْسِبُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِيْ مَالِ اَبِيْهِ رَاعٍ وَمَسْئُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

২৩৮৯ আবুল ইয়ামান (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (শাসক) একজন দায়িত্বশীল। কাজেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, আর খাদিম তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী কাজেই সে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর রা.) বলেন,আমি নবী ﷺ থেকে এদের সম্পর্কে (নিশ্চতভাবেই) শুনেছি। তবে আমার ধারণা; নবী ﷺ আরো বলেছেন, আর সন্তান তার পিতার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মোটকথা তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

١٦٠١. بَابُ اِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

banglainternet.com

১৬০১. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না।

٢٣٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ بْنُ اَنَسٍ قَالَ

وَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ فُلَانٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ ابْنُ حَرْبٍ الَّذِىْ قَالَ ابْنُ فُلَانٍ هُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ابْنُ سَمْعَانَ

২৩৯০ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন লড়াই করবে, তখন সে যেন মুখমণ্ডলে আঘাত করা থেকে বিরত থাকে। আবূ ইসহাক (র.) বলেন, ইব্ন হারব (র.) বলেছেন, ইব্ন ফুলান কথাটি ইব্ন ওয়াহব (র.) বলেছেন এবং ইব্ন ফুলান হলেন ইব্ন সাম'আন (র.)।

banglainternet.com